আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

দি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি

অনুবাদ : সাবিকুন্নাহার রিয়া

প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স

উ ৎ স র্গ

আর্নেস্ট হেমিংওয়ের লেখা চমৎকার এই বইটি আমি আমার স্বামী জনাব **মোহাম্মদ বেলাল ভূঁইয়াকে** উৎসর্গ করলাম।
এভাবে সুখে দুঃখে সবসময় পাশে থাকার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

বুড়ো ছোট্ট নৌকায় করে একা একা উপসাগরে মাছ ধরতে যায়, আজকে চুরাশিতম দিন পর্যন্ত সে একটাও মাছ পায়নি। প্রথম চল্লিশ দিন তার সাথে একটা ছেলে ছিল।

চল্লিশ দিন পর্যন্ত একটাও মাছ ধরতে না পারায় ছেলেটির বাবা-মা তাকে বলে—বুড়ো এখন নিশ্চিত চূড়ান্তভাবে অপয়া হয়ে গেছে, এবং দুর্ভাগ্যের শেষ পরিণতিতে পৌঁছে গেছে। তাই ছেলেটি তাদের কথামতো অন্য আরেকটি নৌকায় চলে গেছে। ওই নৌকাটি প্রথম সপ্তাহে-ই তিনটি ভালো মাছ ধরেছে। বুড়োকে প্রতিদিন খালি নৌকা নিয়ে ফিরতে দেখে ছেলেটির খুব মন খারাপ হয়। প্রতিদিনই সে তাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে রাখা দড়ি, কোঁচ, হারপুন, মাস্তুলের পাশে গুটিয়ে থাকা পাল বয়ে নিতে সাহায্য করে। ময়দার বস্তা দিয়ে তালি দেওয়া পালটা কুঁচকে গেছে। ওটা যেন একটা চিরস্থায়ী পরাজয়ের পতাকা। বুড়ো দেখতে রোগা-পাতলা, অস্থি চর্মসার, তার ঘাড়ের পিছন দিকে অসংখ্য বলিরেখা। গালে থাকা চর্ম রোগের বাদামি দাগের ওপর গ্রীষ্ম মণ্ডলীয় সমুদ্র থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসা রোদ পড়ছে। মুখের যে পাশে দাগটা রয়েছে সে পাশের হাতে বড়শিতে বড়ো মাছ সামলাতে গিয়ে তৈরি হওয়া গভীর ক্ষতের চিহ্ন। কিন্তু ওগুলোর কোনোটাই তাজা নয়। রুক্ষ মরুভূমিতে থাকা বাতাসে ক্ষয় হয়ে যাওয়া চিহ্নের মতোই পুরোনো।

তার চোখগুলো ছাড়া সবকিছুই বুড়িয়ে গেছে। ওগুলো সমুদ্রের মতো নীল, প্রাণবন্ত আর অপরাজেয়।

যেখান থেকে নৌকাটাকে টেনে নামানো হবে—সেখানে চড়ে ছেলেটি তাকে বলল, "সান্তিয়াগো, আমি আবারও আপনার সাথে যেতে পারব, আমরা কিছু টাকা জোগাড় করেছি।"

বুড়ো ছেলেটিকে মাছ ধরা শিখিয়েছে, তাই ছেলেটিও তাকে ভালোবাসে।

বুড়ো বলল, "না, তুমি একটা সৌভাগ্যওয়ালা নৌকার সাথে আছো আর

তাদের সাথেই থাকো।"

"কিন্তু মনে করে দেখুন, একবার আপনি একটানা সাতাশি দিন কোনো মাছ পাননি, তারপর আমরা টানা তিন সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন বড়ো বড়ো মাছ ধরেছি।"

বুড়ো বলল, "আমার মনে আছে। আমি জানি তুমি আমাকে সন্দেহ করার কারণে ছেড়ে যাওনি।"

"বাবা আমাকে চলে যেতে বাধ্য করেছে। আমি তার ছেলে এবং আমাকে তার কথা শুনতেই হবে।"

বুড়ো বলল, "জানি, এটাই স্বাভাবিক।"

"সে আপনাকে খুব একটা ভরসা করে না।"

বুড়ো বলল, "না, কিন্তু আমরা করি। তুমি কী বলো?"

ছেলেটি বলল, "হ্যাঁ। আমি কি আপনাকে চত্বরে বসে একটা বিয়ার খাওয়াতে পারি? তারপর জিনিসপত্রগুলো বাড়িতে নিয়ে যাব।"

বুড়ো বলল, "কেন নয়? এটা আমাদের জেলেদের মধ্যকার ব্যাপার।"

তারা চত্বরে গিয়ে বসে। অনেক জেলেরাই বুড়োকে নিয়ে হাসি-তামাশা করতে লাগল কিন্তু বুড়ো রাগ করল না। অন্য বয়স্ক জেলেরা বুড়োর দিকে তাকিয়ে রইল, তাদের বিষয়টা খারাপ লাগছে। কিন্তু তারা সেটা কাউকে বুঝতে দিচ্ছে না, নিচু স্বরে স্রোত, কতটা গভীরে গিয়ে বড়শির সুতো ফেলেছে, সুন্দর আবহাওয়া আর তারা কী দেখেছে–সেসব নিয়ে আলাপচারিতা করতে লাগলো।

দিনের সবচেয়ে সফল জেলে ইতোমধ্যে চলে এসেছে, তাদের ধরে আনা মার্লিন (এক জাতের বড়ো সামুদ্রিক মাছ) মাছটাকে কেটে দুটো তক্তার ওপর পুরোপুরিভাবে মেলে রাখা হয়েছে। তক্তাগুলোর দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে দু'জন লোক বিস্ময়ের সাথে মাছটাকে তাকিয়ে দেখছে। মাছ রাখার ঘরে মাছটা–হাভানার বাজারে নিয়ে যাওয়ার জন্য বরফবাহী ট্রাকের অপেক্ষায় আছে। যারা শার্ক ধরেছে–তারা ওগুলোকে খাড়ির অপরদিকের শার্ক

আছে। আপনি আমাকে নৌকার গলুইয়ে ভেজা দড়ির কুণ্ডলীর মধ্যে ছুড়ে ফেলেছিলেন, পুরো নৌকাটা তখন কাঁপছিল। আপনার মাছটাকে গদা দিয়ে মারার আওয়াজ একটা গাছ কাটার আওয়াজের মতো শোনচ্ছিল। আর আমার সারা শরীর মিষ্টি রক্তের গন্ধে ভরে গিয়েছিল।"

"এগুলো কি সত্যি সত্যিই তোমার মনে আছে না কি আমার মুখ থেকে শুনে বলেছ?"

"আমরা যখন প্রথমবার একসাথে মাছ ধরতে গিয়েছিলাম—তখন থেকে আমার সবকিছু মনে আছে।"

বুড়ো তার রোদে পোড়া, আত্মবিশ্বাসী এবং স্নেহময় চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল। সে বলল, "যদি তুমি আমার ছেলে হতে, তাহলে আমি তোমাকে ঘুরতে নিয়ে যেতাম, জুয়া খেলতাম। কিন্তু তুমি তোমার বাবা-মায়ের এবং একটা সৌভাগ্যওয়ালা নৌকায় আছো।"

"আমি কি আপনার জন্য সার্ডিন এনে দিতে পারি? আমি জানি কোথায় গেলে চারটা টোপও পাওয়া যাবে।"

"আমার আজকেরগুলো রয়ে গেছে। আমি ওগুলোকে লবণ দিয়ে একটা বাক্সে ভরে রেখেছি।"

"দয়া করে আমাকে চারটা তাজা টোপ এনে দিতে দিন।"

বুড়ো বলল, "শুধু একটা।" তার আশা এবং আত্মবিশ্বাস কখনোই কমেনি। কিন্তু যখন হালকা বাতাস হতে শুরু করল—সেগুলো আরও তাজা হতে লাগল।

ছেলেটি বলল, "দুটো।"

বুড়ো মেনে নিল। বলল, "দুটোই তাহলে। তুমি এগুলো চুরি করবে না-তো?"

ছেলেটি বলল, "আমি সেটাই করব, কিন্তু আমি এগুলো কিনে আনব।"

বুড়ো বলল, "ধন্যবাদ।"

ছেলেটি এটা ভেবে অবাক হলো—সে কখন এতটা মানবিক হয়ে উঠল।

কিন্তু সে জানে, এটা সে অর্জন করেছে এবং এটাও জানে বিষয়টা সম্মানজনক। সত্যিকার অর্থে এটা কারোর কোনো ক্ষতি করে না।

বুড়ো বলল, "এই স্রোত থাকলে আগামীকালটা একটা ভালো দিন হতে চলেছে।"

ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, "আপনি কোথায় যাবেন?"

"বাতাস পড়ে যাওয়ার আগেই যতটা সম্ভব দূরে যেতে চাই। আলো ফুটে ওঠার আগেই আমি বের হয়ে যাব।"

ছেলেটি বলল, "আমিও আমাদের নৌকাটাকে দূরে গিয়ে কাজ করতে বলার চেষ্টা করব। তারপর যদি আপনি সত্যিকার অর্থে কোনো বড়ো মাছ ধরতে পারেন, তাহলে আপনাকে সাহায্য করতে আসতে পারব।"

"ও তো এতটা দূরে গিয়ে কাজ করতে পছন্দ করে না।"

ছেলেটি বলল, "না, কিন্তু আমি এমন কিছু দেখাতে পারি যা সে দেখতে পায় না, যেমন পাখিদের ওড়াওড়ি, তারপর তাকে ডলফিনদের পিছু ধাওয়া করাব।"

"তার চোখ কি এতটাই খারাপ হয়ে গেছে?"

"সে প্রায় অন্ধ।"

বুড়ো বলল, "অদ্ভুত ব্যাপার! সে কখনোই কচ্ছপ শিকার করেনি। সাধারণত এটা করলে চোখ নষ্ট হয়ে যায়।"

"কিন্তু আপনি তো বছরের পর বছর মসকুইটো উপকূলের কাছে কচ্ছপ শিকার করতে গেছেন, তারপরও আপনার চোখ যথেষ্ট ভালো।"

"আমি এক অদ্ভুত বুড়ো।"

"কিন্তু আপনি কি এখনও একটা বড়ো মাছ ধরার পক্ষে যথেষ্ট শক্তপোক্ত?"

"আমার তো তা-ই মনে হয়। আর তাছাড়া অনেক কৌশলও আছে।"

ছেলেটি বলল, "চলুন তাহলে জিনিসপত্রগুলো বাড়ি নিয়ে যাই।"

"তাহলে আমি উড়ো জাল নিয়ে সার্ডিন ধরতে যেতে পারি।"

তারা নৌকা থেকে যন্ত্রপাতিগুলো তুলে নিল। বুড়ো মাস্তুলটা তার কাঁধে নিল, ছেলেটি দড়ির কুণ্ডলীর সাথে কাঠের বাক্স, শক্ত করে পাকানো বাদামি রঙের দড়ি, বর্শা, হারপুন এবং এর তীরগুলো। টোপের বাক্সটা নৌকার পিছন দিকে একটা মুগুরের সাথে রাখা, বড়ো মাছ নৌকার কাছাকাছি চলে আসলে সেগুলোকে বশে আনার জন্য এটা ব্যবহার করা হয়। কেউই বুড়োর কাছ থেকে এগুলো চুরি করে নিয়ে যাবে না কিন্তু তারপরও পাল আর ভারী দড়িগুলো বাড়ি নিয়ে যাওয়াটাই ভালো, কারণ রাতের শিশির এগুলোর জন্য ক্ষতিকর। যদিও সে নিশ্চিত, কোনো স্থানীয় লোক এগুলো তার থেকে চুরি করে নিয়ে যাবে না। বুড়ো ভাবল, একটা বর্শা এবং হারপুন নৌকায় ফেলে যাওয়া মানে অপ্রয়োজনীয় প্রলোভন সৃষ্টি করা।

তারা একসাথে হেঁটে বুড়োর কুঁড়েঘর পর্যন্ত উঠল এবং খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল।

বুড়ো জড়িয়ে থাকা পাল-সহ মাস্তুলটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখল, ছেলেটি বাক্স আর অন্যান্য যন্ত্রপাতি রাখল ওটার পাশে। মাস্তুলটা প্রায় একটা কুঁড়েঘরের সমান লম্বা। কুঁড়েঘরটি রয়েল পাম গাছের শক্ত কুঁড়ির-খোসা দিয়ে তৈরি, এগুলোকে বলা হয় 'গুয়ানো'। ঘরের মধ্যে একটা বিছানা, একটা টেবিল, একটা চেয়ার রয়েছে এবং ময়লা মেঝের এক কোণে কয়লা দিয়ে রান্না করার ব্যবস্থাও আছে। বাদামি দেওয়ালে বের হয়ে থাকা শক্ত গুয়ানোর আঁশগুলোর ওপর 'সেক্রেড হার্ট অভ জিউস' এবং 'ভার্জিন অভ কব্রে'-এর ছবি রয়েছে। এগুলো তার স্ত্রীর স্মৃতি। একসময় দেওয়ালে তার স্ত্রীর একটা ছবি ঝোলানো ছিল কিন্তু সে এটা নামিয়ে ফেলেছে কারণ এটা দেখলে তার নিজেকে আরও বেশি একা লাগে। এটা তাকের এক কোণে তার পরিষ্কার শার্টের নিচে রাখা আছে।

ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, "আপনার খাওয়ার জন্য কী আছে ?"

"এক বয়াম হলুদ ভাত এবং মাছ। তুমি কি কিছুটা খাবে?"

"না, আমি বাড়িতে গিয়ে খাব। আমি কি আপনার জন্য আগুনটা ধরিয়ে দেবো?"

"না, আমি পরে করে নেব অথবা ঠান্ডা ভাত খেয়ে নেব।"

"আমি কি আপনার উড়ো জালটা নিতে পারি?"

"অবশ্যই।"

কোনো উড়ো জালই ছিল না বুড়োর, তারা কখন জালটা বিক্রি করেছিল ছেলেটির সে কথা মনে আছে। কিন্তু তারপরও তারা প্রতিদিন এই কল্পকাহিনির মধ্য দিয়ে যায়।

ঘরে এক বয়াম হলুদ ভাত এবং মাছও নেই, ছেলেটি এটাও জানে।

বুড়ো বলল, "পঁচাশি একটা সৌভাগ্যবহনকারী সংখ্যা।"

"তুমি কি আমাকে ওই বিশাল মাছগুলোর একটা ধরে আনতে দেখতে চাও, যেগুলোর ওজন পরিষ্কার করার পরও হাজার পাউন্ডের ওপরে থাকে?"

"আমি উড়ো জালটা নিয়ে কিছু সার্ডিন ধরতে যাচ্ছি। আপনি কি দরজার কাছে একটু রোদে বসবেন?"

"হ্যাঁ, আমার কাছে গতকালের পত্রিকাটা আছে, আমি বেসবল খেলার খবরটা পড়ব।"

গতকালের পত্রিকার ব্যাপারটাও কাল্পনিক কি না ছেলেটি এই বিষয়ে নিশ্চিত ছিল না। কিন্তু বুড়ো বিছানার নিচ থেকে ওটা বের করে আনল।

সে ব্যাখ্যা করে বলল, "পেরিকো মদের দোকানে এটা আমাকে দিয়েছিল।"

"আমি সার্ডিনগুলো পেলেই ফিরে আসব। আমি আমারগুলো এবং আপনারগুলো একসাথে বরফের মধ্যে রেখে দেবো। আমরা সকালে এগুলো ভাগাভাগি করে নিতে পারব। আমি যখন ফিরে আসব—আপনি আমাকে বেসবল সম্পর্কে বলবেন।"

"ইয়াঙ্কিরা হেরে যেতে পারে না।"

"কিন্তু আমি ইন্ডিআনস্ অভ ক্লেভল্যান্ড দলটাকে নিয়ে ভয় পাচ্ছি।"

"ইয়াঙ্কিদের ওপর বিশ্বাস রাখো বাছা আমার। মহান ডিম্যাগিওর কথা স্মরণ করো।"

২.

ছেলেটি যখন ফিরে এলো—বুড়ো তখন চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়েছে। সূর্যও ডুবে গেছে। ছেলেটি বিছানার ওপর থেকে সেনাসদস্যদের ব্যবহারের পুরোনো কম্বলটা তুলে নিল এবং সেটাকে চেয়ারের পিছন দিক থেকে বুড়োর কাঁধের ওপর জড়িয়ে দিলো।

কাঁধ-জোড়া বড়ো অদ্ভুত, যদিও খুব পুরোনো—তবুও এখন পর্যন্ত মজবুত, এবং ঘাড়টা তখনও শক্তপোক্ত। বুড়ো ঘুমিয়ে পড়ায় তার মাথাটা সামনের দিকে ঝুলে পড়েছে—তাই বলিরেখাগুলো ততটাও দেখা যাচ্ছে না। তার শার্টটা এতবার তালি দেওয়া হয়েছে যে এটাও ঠিক ওই পালটার মতোই। আর তালিগুলো কড়া রোদে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে বিভিন্ন রং ধারণ করেছে। বুড়োর মাথাটা যদিও অনেক পুরোনো এবং তার চোখদুটো বন্ধ থাকায় চেহারায় প্রাণের কোনো আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। খবরের কাগজটা কোলের ওপর আড়াআড়িভাবে পড়ে আছে। তার দুই হাতের ভর ওটার ওপরে থাকায় সন্ধ্যার মৃদুমন্দ বাতাসে ওটা ওখানেই আটকে আছে। পা-দুটো খালি।

ছেলেটি তাকে ওখানেই রেখে গিয়েছিল এবং যখন সে ফিরে আসে বুড়ো তখনও ঘুমিয়ে। বুড়োর এক হাঁটুর ওপর হাত রেখে ছেলেটি বলল, "উঠে পড়ুন।"

বুড়ো চোখ খুলল, এক মুহূর্তের জন্য তার মনে হলো সে যেন অনেক দূর থেকে এসেছে।

এরপর হাসল। জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী এনেছ?"

ছেলেটি বলল, "রাতের খাবার, আমরা এখন রাতের খাবার খাব।"

"আমার খুব একটা খিদে নেই।"

"আসুন খেয়ে নিন। না খেলে আপনি মাছও ধরতে পারবেন না এবং খেতেও পারবেন না।"

বুড়ো উঠে খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে ভাঁজ করতে করতে বলল, "আমি পারব।"

সে কম্বলটাও ভাঁজ করতে যাচ্ছিল। ছেলেটি বলল, "কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে রাখুন। আমি বেঁচে থাকতে আপনি না খেয়ে মাছ ধরতে যেতে পারবেন না।"

বুড়ো বলল, "তাহলে দীর্ঘজীবী হও আর নিজের খেয়াল রেখো। আচ্ছা আমরা কী খেতে যাচ্ছি?"

"কালো শিম, ভাত, কলা, আর কিছু স্টু।" ছেলেটি চত্বর থেকে দ্বিতল বিশিষ্ট কনটেইনারে করে এগুলো নিয়ে এসেছে। তার পকেটে কাগজের ন্যাপকিন দিয়ে মোড়ানো দুই সেট ছুরি কাঁটাচামচ আর চামচ।

"তোমাকে এগুলো কে দিয়েছে?"

"মার্টিন, রেস্তোরাঁর মালিক।"

"আমার অবশ্যই তাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত।"

ছেলেটি বলল, "আমি তাকে ইতোমধ্যে ধন্যবাদ জানিয়েছি। আপনার তাকে ধন্যবাদ জানানোর কোনো দরকার নেই।"

বুড়ো বলল, "আমি তাকে একটা বড়ো মাছের পেটের মাংস উপহার দেবো।"

"সে আমাদের জন্য আরও একবার এমনটা করেছিল, তাই না?"

"আমারও তাই মনে হয়।"

"আমি তাহলে তাকে পেটের মাংসের চেয়েও আরও বেশিকিছু দেবো। সে আমাদের জন্য অনেক ভাবে।"

"সে দুটো বিয়ারও পাঠিয়েছে।"

"আমি টিনের কৌটায় থাকা বিয়ার বেশি পছন্দ করি।"

"আমি জানি কিন্তু এগুলো বোতলজাত, হ্যাচুয়ে বিয়ার, আমি বোতলগুলো ফেরত দিয়ে আসব।"

বুড়ো বলল, "তুমি খুব দয়ালু, আমরা কি খাওয়া শুরু করতে পারি?"

ছেলেটি বলল, "তা-ই আপনাকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম। আপনি তৈরি হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি কনটেইনারটা খুলতে চাচ্ছিলাম না।"

বুড়ো বলল, "আমি এখন তৈরি, শুধু একটু হাত-মুখ ধুয়ে নেওয়ার প্রয়োজন।"

ছেলেটি মনে মনে ভাবল, *উনি কোথায় হাত-মুখ ধুতে যাবেন? মূল রাস্তা থেকে নেমে আরও দুটো পথ পার হয়ে এরপর গ্রামের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে। আমার অবশ্যই তার জন্য এখানে পানি আনতে হবে। তাছাড়া সাবান এবং একটা ভালো তোয়ালেও আনতে হবে।*

আমি এতটা নির্বোধ কেন? আমার অবশ্যই তার জন্য আরেকটা শার্ট, শীতের জন্য একটা জ্যাকেট, কিছু জুতা এবং আরেকটা কম্বল আনতে হবে।

বুড়ো বলল, "তোমার স্টুটা দারুণ খেতে।"

ছেলেটি বলল, "আমাকে বেসবলের খবর বলুন।"

বুড়ো খুশি হয়ে বলল, "আমেরিকান লিগে ইয়াঙ্কিরাই জিতেছে যেমনটা আমি বলেছিলাম।"

ছেলেটি তাকে বলল, "আজকে তারা হেরে গেছে।"

"তাতে কিছু যায় আসে না। মহান ডিম্যাগিও আবার নিজের অবতারে ফিরে এসেছেন।"

"তাদের দলে আরও লোকও আছে।"

"স্বাভাবিক, কিন্তু আসল পার্থক্যটা সে-ই তৈরি করে। অন্যান্য লিগে, ব্রুকলিন আর ফিলাডেলফিয়ার মধ্যে আমি অবশ্যই ব্রুকলিনের পক্ষ নেব। কিন্তু তারপর আমার ডিক সিসলার এবং ওল্ড পার্কের ওসব দারুণ চালের কথা মনে পড়ল।"

"তাদের মতো আর কেউ কখনোই ছিল না। আমার দেখা সবচেয়ে দীর্ঘতম বলটা সে মেরেছিল।"

"সে যখন চত্বরে আসতো—তোমার কি তখনকার কথা মনে আছে? আমি তাকে মাছ ধরতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু তাকে বলতে গেলে ভয় পেতাম। তারপর আমি তোমাকে বললাম তাকে জিজ্ঞেস করার জন্য এবং

তুমিও অনেক ভয় পেয়েছিলে।"

"আমি জানি। এটা একটা বিরাট ভুল ছিল। সে হয়তো আমাদের সাথে যেতেও পারত। এরপর এটা আমাদের সারা জীবন ধরে স্মরণীয় একটা স্মৃতি হতে পারত।"

বুড়ো বলল, "আমি মহান ডিম্যাগিওকে মাছ ধরতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম।"

"লোকে বলে তার বাবাও একজন জেলে ছিলেন। হয়তো তিনিও আমাদের মতোই দরিদ্র ছিলেন এবং আমাদেরকে বুঝতে পারতেন।"

"মহান সিসলারের বাবা কখনোই গরিব ছিলেন না। তিনি এবং তার বাবা, যখন আমার বয়সের ছিলেন—তখন বড়ো বড়ো লিগে খেলতেন।"

"যখন আমি তোমার বয়সি ছিলাম—আমি একটা বর্গাকৃতির পালওয়ালা আফ্রিকাগামী জাহাজের মাস্তুলে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যায় সমুদ্র সৈকতে সিংহদের দেখেছিলাম।"

"আমি জানি আপনি বলেছিলেন।"

"আমাদের আফ্রিকা না কি বেসবল নিয়ে কথা বলা উচিত?"

ছেলেটি বলল, "আমার মনে হয় বেসবল। আমাকে মহান জন জে[১] ম্যাকগ্র সম্পর্কে বলুন।"

"আগের দিনে সে মাঝে মাঝে চত্বরে আসতো। কিন্তু সে খুব রুক্ষ এবং কর্কশভাষী, মদ পান করার পর বেশ জটিল মানুষ হয়ে উঠত। বেসবলের তুলনায় তার ঘোড়দৌড়ের ওপর বেশি মনোযোগ ছিল। তার পকেটের নোটবুকে সবসময় ঘোড়ার নামের একটা তালিকা লিখে রাখত আর টেলিফোনে গড়গড় করে ঘোড়ার নাম বলত।"

ছেলেটি বলল, "সে একজন ভালো ব্যবস্থাপক ছিল। আমার বাবা মনে করেন সে সেরাদের সেরা।"

"কারণ সে এখানে অনেক বেশিবার এসেছে। যদি ডুরোচার এখানে

[১]জোটা-এর সংক্ষিপ্তরূপকে 'জে' বলে।